দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 FEB 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

137

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বিবিএ ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস ।। এখনো তদন্ত হয়নি

।। শহীদুল ইসলাম বাচ্চু ।।

চট্টগ্রাম, ২২শে ফেব্রুয়ারি।- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষের 'গ' ইউনিটের অধীনে বিবিএ প্রথম বর্ষ (অনার্স) ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে জানাজানি হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোন তদন্ত করেননি। বাণিজ্য অনুষদের ৩২ জন শিক্ষক এবং সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য নেতৃবৃন্দ উপাচার্য, উপ-উপাচার্য এবং ডীনের বরাবরে স্মারকলিপি দিয়ে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবি করেছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গত ১০ই ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত এই ভর্তি পরীক্ষায় প্রায় ৫ হাজার ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। কিন্তু পরীক্ষার আগের দিন অর্থাৎ ৯ই ফেব্রুয়ারি প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে যায়। প্রতিটি প্রশ্নপত্র ১ হাজার থেকে ক্ষেত্রেবিশেষ ৪/৫ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে বলে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী কয়েকজন ছাত্র অভিযোগ করেছে। তাদের কাছ থেকে এই প্রতিবেদক কিছু আলামত (ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র) সংগ্রহ করেছেন। ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল এখনো প্রকাশ করা হয়নি।

ভুক্তভোগী একজন ছাত্র ক্ষুব্ধকণ্ঠে জানায় ঃ পরীক্ষার আগের দিন প্রশ্নপত্রটি পেয়ে সে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু পরদিন সকালে পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে সে হতভম্ব হয়ে পড়ে। আগের দিন পাওয়া প্রশ্নপত্রের সঙ্গে এর মিল ছিল হুবহু। বিবিএ ফিন্যান্স বিভাগের প্রথম বর্ষের একজন ছাত্র জানিয়েছে ঃ ফাঁস হবার খবর পেয়ে সে তার ভর্তিচ্ছু ছোট ভাইয়ের জন্য প্রশ্নপত্র সংগ্রহের চেষ্টা চালায় এবং ৯ই ফেব্রুয়ারি বিকেলে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে ছোট ভাইকে প্রদান করে। পরদিন (১০ই ফেব্রুয়ারি) ঐ প্রশ্নপত্র অনুসরণ করে তার ছোটভাই ভর্তি পরীক্ষায় বেশ 'ভালো করেছে' বলে জানায়।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে ঃ ৯ই ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে ১০ই ফেব্রুয়ারি সকালে পরীক্ষা শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত ভার্সিটি রেল স্টেশনের নিকটবর্তী একটি ঘরে 'প্রশ্নপত্র' নিয়ে এই নাটক চলেছিল। স্থানীয় একটি দৈনিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর বের হলে কর্তৃপক্ষ কেবল ছোট্ট প্রতিবাদ পাঠিয়ে তাদের দায় সেরেছেন, কিন্তু ঘটনা তদন্ত করার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছেন না।

বাণিজ্য অনুষদের ৩২ জন শিক্ষক এক লিখিত বিবৃতিতে "বিষয়টির সঙ্গে অনুষদ ও শিক্ষকদের ভাবমূর্তি জড়িত" উল্লেখ করে অবিলম্বে এ ব্যাপারে সুষ্ঠু তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। বিবৃতিদাতা শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন ডঃ মুনজুর মোরশেদ মাহমুদ, ডঃ ফসিউল আলম, অধ্যাপক সুলতান আহমেদ, অধ্যাপক বিনয় কৃষ্ণ শর্মা, ডঃ মোঃ মিলিয়ামান, অধ্যাপক হেলালউদ্দিন নিজামী প্রমুখ। অনুরূপ দাবি রেখেছেন ছাত্রঐক্য নেতা ছাত্রলীগ (ম-ই) সভাপতি মেলিম রেজা সৌরভ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক ওসমান গনি মজুমদার, ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মহিবুল ইসলাম ফারুক, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রূপন দাশ, ছাত্র মৈত্রীর যুগ্ম আহ্বায়ক শেখ আবদুল কাদের প্রমুখ।